দৈনিক
ইত্তেফাক

04 MAR 2017

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ

যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া উঠিবার বিষয়টি মোটেই নূতন নহে। গত বৃহস্পতিবারের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হইবার দরুন খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করিতেছে অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ১৯৯৫ সালে নির্মাণ করা হয় বিদ্যালয় ভবনটি। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ২০১৪ সালের পর হইতে ভবনটির ছাদ এবং বিমের পলেস্তারা খসিয়া পড়িতে শুরু করে। সম্প্রতি জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনটির লাইব্রেরির বিম খসিয়া পড়িলে আতঙ্কিত হইয়া ভবনটি পরিত্যাগ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা জানায়, ঝড়বৃষ্টি শুরু হইবার পূর্বে ভবনটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভবপর না হইলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাদের লেখাপড়া।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে মুকসুদপুরের ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নহে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত অন্য আরেকটি প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, দেশে জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। অনভিপ্রেত হইলেও সত্য যে, ক্রমশই আরো দীর্ঘ হইতেছে ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের এই তালিকা। আমরা জানি, প্রতি বৎসর সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিটি এলাকার সরকারি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু বরাদ্দ থাকে। কোনো সরকারি ভবনের পলেস্তারা খসিয়া পড়িবার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এই অর্থ ব্যয় করিয়া তাহা মেরামত করা হইত, তবে নিঃসন্দেহে কোনো ভবন নির্মাণের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা জরাজীর্ণ হইত না। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ৫১ নং বড় বনগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটিও ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া উঠিবার প্রাথমিক পর্যায়ে মেরামতের বরাদ্দ পাইলে এক্ষণে পঠনপাঠনের অযোগ্য হইয়া পড়িত না। অন্যদিকে সরকারের নিকটও কয়েক বৎসর পর পর আবেদন করিতে হইত না নূতন করিয়া বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের। এই ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপালনের সুযোগ রহিয়াছে। তাহারা কি এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিতেছেন? প্রতি বৎসর সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত কাবিখা'র মতো বিভিন্ন ধরনের সরকারি বরাদ্দ থাকে। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় মেরামতের কাজে এইসকল বরাদ্দ ব্যয় করিতে তাহাদের কি সদিচ্ছার অভাব রহিয়াছে?

আমরা জানি, শিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া থাকে। সরকারের এই গুরুত্বের মধ্যে বিদ্যালয় ভবনের অবকাঠামোগত নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চয়ই অগ্রাধিকারে রহিয়াছে। তাই আমরা প্রত্যাশা করি, কোনো এলাকার বিদ্যালয় ভবনের ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক পর্যায়েই অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো মনোযোগী হইবেন। সর্বোপরি সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক বরাদ্দ দিয়া জরাজীর্ণ হইবার হাত হইতে রক্ষা করিবেন যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে।